অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, No. 1, January, 2026
www.abhisaron.com

নাগার্জুন ও দেরিদা: শূন্যবাদ ও বিনির্মাণ

ড. সুস্নাত জানা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)

সারসংক্ষেপ

বুদ্ধের মূল শিক্ষা ছিল ‘অনাত্মা’ বা আত্মাহীনতা। তাঁর মতে কোনো কিছুরই কোনো স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় আত্মা নেই, এমনকি মানুষেরও। এই অনাত্মা ধারণাটি শূন্যতারই একটা রূপ। যখন কোনো কিছুর স্থায়ী সত্তা নেই, তখন তার অস্তিত্বকে শূন্য বলা যায়। আর সবকিছুই পরস্পর নির্ভরশীলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

নাগার্জুন এইসব চিন্তাকেই মূলত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি তার 'মূলমধ্যমকারিকা' বইতে ‘শূন্যতা’র দর্শনকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে কোনো কিছুরই নিজস্ব প্রকৃতি বা ‘স্বভাব’ নেই। তাঁর পদ্ধতি ছিল ‘প্রসঙ্গ’ বা অপ্রীতিকর পরিণতি দেখানো। তিনি প্রতিপক্ষকে এমনভাবে যুক্তি দিতেন যাতে তাদের নিজস্ব মতবাদ স্ববিরোধী প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে কোনো সত্তার নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, এবং এটাই ‘শূন্যতা’। ‘শূন্যতা’ই নাগার্জুনের চিন্তার মূল ভিত্তি। তবে এটা ‘কিছুই নেই’ এমন একটা ধারণা নয়, বরং এটা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের প্রকৃতির একটা গভীর উপলব্ধি। এখান থেকেই আমি নাগার্জুনের ‘শূন্যতা’ ও দেরিদার ‘বিনির্মাণ’ (Deconstruction) কে অন্বিত করে উভয় দর্শন সম্পর্কের এক নতুন পাঠ নির্মাণ করি।